দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0 6 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শাবি শেকৃবি কুয়েট ও নোবিপ্রবি খোলার ঘোষণা॥ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ শীঘ্রই শুরু

মোশতাক আহমেদ ॥ শীঘ্রই উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। বন্ধের মধ্যেও ঢাকা, রাজশাহীসহ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। বুয়েট সবার আগে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন উপাচার্য। সরকারী মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরের শেষের

বন্ধের মধ্যেও ঢাবি রাবিতে ভর্তি কার্যক্রম চলবে

দিকে। ভর্তি বিজ্ঞাপন দেয়া হবে এ মাসের মাঝামাঝিতে। আগের (৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শাবি, শেকৃবি, কুয়েট

(প্রথম পাতার পর)

মতো ভর্তি পরীক্ষা নাকি কেবল জিপিএ'র ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের বেশ টেনশন থাকলেও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তাঁর ব্যক্তিগত মত হলো জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়া উচিত। একটি সূত্র বলেছে, কেউ কেউ জিপিএ'র ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তির কথা চিন্তাভাবনা করলেও মেডিক্যালসহ বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে এবারও জিপিএ'র মোট পয়েন্টের পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

অন্যদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে থাকা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলতে শুরু করেছে। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সোমবার থেকে খুলবে। হল খুলবে শনিবার থেকে। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে শনিবার থেকে, হল খুলবে অক্টোবর। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে রবিবার থেকে। হল খুলবে অক্টোবর। রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর আর হল খুলবে আগের দিন ১২ সেপ্টেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করে খোলার ঘোষণা দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গত ২০ আগস্ট ছাত্রদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অশান্ত হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাঙ্গন। শেষতক পরিস্থিতি কেবল শিক্ষাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে। এমন পরিস্থিতিতে ২২ আগস্ট রাত আটটা থেকে কার্ফু জারি করা হয় এবং সব বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় শহরের কলেজগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

এর মধ্যে ২৬ আগস্ট এইচএসসির ফল প্রকাশ হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগীয় শহরের কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি কার্যক্রমও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় বাড়তি টেনশন। কিন্তু সোমবার সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে থাকা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে খুলে দিতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শীঘ্রই ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাবার বিষয়ে ঘোষণা দিচ্ছে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই খোলার সম্ভাবনা না থাকলেও তারা বন্ধের মধ্যেই ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামও বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণে ভর্তি পরীক্ষায় কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। কারণ ইতোমধ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় খোলারও ঘোষণা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিভাবে ভর্তি হবে সে বিষয়ে সরকার কিছু বলেনি, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সেখানে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো যেহেতু গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা জিপিএ'র ভিত্তিতে হচ্ছে এবং পরীক্ষাও ভাল হচ্ছে সেখানে এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ জিপিএ'র ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তাঁর ভাষায় সবাই না পারুক অন্তত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় উদাহরণ হিসেবে হলেও জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারে। তাঁর ভাষায়, এবার ভর্তি পরীক্ষা তাড়াতাড়ি হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

ভর্তি প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জনকণ্ঠকে বলেছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডিনস কমিটির মিটিংয়ে ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এরপর জেনারেল ভর্তি কমিটির সভায় চূড়ান্ত করা হবে। সেখানেই কবে, কিভাবে ভর্তি তা ঠিক হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক এএমএম শফিউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে আশা করছি সবার আগেই আমরা ভর্তি পরীক্ষা নেব। তিনি আরও জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে সিন্ডিকেট সভা করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন জনকণ্ঠকে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও আমরা ভর্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম চালিয়ে যাব। ইতোমধ্যে এ নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কবে, কিভাবে ভর্তি পরীক্ষা হবে তা ভর্তি কমিটির সভাতেই চূড়ান্ত হবে, যা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনও সিন্ডিকেট ডাকার মতো পরিস্থিতি হয়নি।

মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (স্বাস্থ্য শিক্ষা) ডা. সেফায়েত উল্লাহ জনকণ্ঠকে জানান, এ মাসের মাঝামাঝিতে সরকারী মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে অক্টোবরের শেষের দিকে। তিনি জানান, নবেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাইভেট মেডিক্যালের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে জানুয়ারির ১০-১২ তারিখের দিকে ক্লাস শুরু করা হবে।